যুগান্তর

তারিখ 11 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষার্থীশূন্য কলেজ-মাদ্রাসা

বন্ধ করে অপচয় রোধ করতে হবে

অবাক হওয়ার মতো বিষয়ই বটে, যেখানে উচ্চমাধ্যমিকে পছন্দক্রমের ১ম থেকে ৫ম কলেজ-মাদ্রাসায়ও ভর্তি হতে পারছে না মাধ্যমিকে ভালো ফল করা অনেক শিক্ষার্থী, সেখানে কোনো শিক্ষার্থীই পায়নি বা মাত্র ১ থেকে ৫ জন শিক্ষার্থী পেয়েছে এমন কলেজ-মাদ্রাসার সংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে ১৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একজন শিক্ষার্থীও ভর্তি করাতে পারেনি। বাকি ১ হাজার ৩৮৩টি প্রতিষ্ঠান ভর্তি করাতে পেরেছে মাত্র ১ থেকে সর্বোচ্চ ৫ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে নামি কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এছাড়া কিছু প্রতিষ্ঠান মানবিকে ছাত্রছাত্রী পেয়েছে তো বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যে পায়নি, এমনকি এক বিভাগে কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে তো দুই বিভাগ রয়ে গেছে শিক্ষার্থীশূন্য। বিষয়টি উদ্বেগজনক। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে যে সরকারের অনেক অর্থ অপচয় হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। জানা যায়, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি তার মধ্যে ৬৬টি মাদ্রাসা, বাকি ৬৯টি কলেজ। এর বাইরে ৫৮০টি কলেজ-মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে শিক্ষার্থীশূন্য। এ অবস্থায় শিক্ষার্থী না পাওয়া বা মাত্র ৫ জন পাওয়া যেসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত, সেগুলোতে বেতন-ভাতা বাবদ সরকারের মোটা অঙ্কের অর্থ অপচয় কেন হবে এমন প্রশ্ন যৌক্তিক। এর মধ্যে যেগুলো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান সেগুলোকেও মালিকরা কেন ক্ষতির মুখে চালু রাখবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়াই যৌক্তিক।

এমন একটা সময় বিপুল পরিমাণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীশূন্য থাকছে বা দু'একজন শিক্ষার্থী পাচ্ছে, যখন শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানোর দাবি করছে সরকার। এছাড়া শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি ঢালাওভাবে কলেজ জাতীয়করণ করা হচ্ছে, এমনকি একজনও পাস করতে পারেনি এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও জাতীয়করণের তালিকায় থাকার খবর এসেছে গত বছর। পরিস্থিতি বিবেচনায় এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষাব্যবস্থায় এক ধরনের লেজেগোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, জেঁকে বসেছে নানা অনিয়ম। নিয়মানুযায়ী কোনো কলেজকে স্বীকৃতি-এমপিও পেতে হলে কমপক্ষে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী থাকতে হবে এবং আশপাশের ৬ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো কলেজ থাকতে পারবে না; কিন্তু অনেক সময় এসব শর্ত শিথিল করা হচ্ছে।

পুরো বিষয়টিতে যে 'শুভঙ্করের ফাঁকি' রয়েছে, রাজধানী ও বড় শহরগুলো তো বটেই; গ্রামাঞ্চলেও রাস্তার এপার থেকে ওপারে গজিয়ে ওঠা কলেজ-মাদ্রাসার চিত্র থেকে তা স্পষ্ট। এছাড়া শিক্ষার্থীশূন্য কিছু কলেজ-মাদ্রাসা গত বছর বন্ধ করা হলেও গতবার শিক্ষার্থী পায়নি এমন প্রতিষ্ঠান এবারও কীভাবে রয়ে গেছে তা রহস্যজনক। একেবারে শিক্ষার্থীশূন্য বা শর্তের কম শিক্ষার্থী থাকা প্রতিষ্ঠানের সরকারের স্বীকৃতি-এমপিও পাওয়ার পেছনে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অসাধু কর্মকর্তাদের হাত রয়েছে সে ধারণা করা অবান্তর নয়। তাই স্বীকৃতি-এমপিও সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতি অচিরেই বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই প্রশ্নফাঁসসহ শিক্ষা খাতের অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পথ উন্মুক্ত হবে।

উল্লিখিত কলেজ-মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান বলছে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে না পেলেও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কিছু শিক্ষার্থী তারা ভর্তি করিয়েছে। কিন্তু সরকার অনলাইনের বাইরে কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দেয়নি। তাই প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়ে তাদের যেন বিপদে ফেলতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে স্বীকৃতি-এমপিও পাওয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বন্ধসহ প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এখনই।

প্রাপ্তি নং
প্রশাসন
কার্যালয়